

31781 - প্রতারণা করে এমন কোম্পানিতে চাকুরি করা এবং যে কোম্পানিতে কিছু ডিপার্টমেন্ট বন্ধ, আর কিছু ডিপার্টমেন্ট হারাম; এমন কোম্পানিতে চাকুরি করার হুকুম

প্রশ্ন

সে একটি কোম্পানিতে চাকুরি করে। এই কোম্পানি হালালরে সাথে হারামরে মিশ্রণ করে। চুরি করা জনসিপতর বক্রি করে এবং ধোঁকা দিয়ে। তার বতেন কি হালাল? কাজ ছড়ে দলি অন্য কাজেও শরয়ি নিষিধোজ্ঞা থাকবে; সক্ষেত্রে তার করণীয় কী? সে কি কাজ চালিয়ে যাবে? নাকি কাজ ছড়ে দিয়ে সন্তানদরে ক্য়ুধার্ত ও অভভাবকহীন অবস্থায় রেখে দবি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যদি আপনার কাজ দ্বারা কোনোভাবে তাদেরকে প্রতারণা অথবা চুরি কোনো রূপে সাহায্য করা হয়ে থাকে; তাহলে এই চাকুরি জায়গে নই। কেনো আল্লাহ বলছেন:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“তোমরা সৎকাজ ও আল্লাহভীততি পরস্পর সহযোগিতা করো, পাপ ও বাড়াবাড়তি সহযোগিতা করো না।”[সূরা মায়দো: ২]

আর যদি আপনার কাজ সকল প্রকার হারাম থেকে দূরে থাকে এবং কোম্পানিতে অন্য কিছু ডিপার্টমেন্ট থাকে যগুলো হারাম লেনদেনে করে না; সক্ষেত্রে আপনার জন্য পূর্বোক্ত শর্ত অনুসারে হালাল লেনদেনের ডিপার্টমেন্টে কাজ করা বধি হবে। সে শর্তটি হচ্ছে কোনো হারাম কাজে সাহায্য করা যাবে না।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

‘সুদী কোম্পানিতে কাজ করা জায়গে নই। এমনকি ড্রাইভার কিংবা দারওয়ান পদে হলও। কারণ কোনো সুদী প্রতিষ্ঠানের চাকুরিতে ঢোকান অর্থ তাতে তুষ্ট থাকা। কডে যদি কোনো কিছুকে আপত্তিকর মনে করে থাকে তাহলে সে ঐ বস্তুর স্বার্থে কিছু করতে পারে না। যদি সে এর স্বার্থে কাজ করে থাকে তাহলে এর অর্থ সে এর প্রতি সন্তুষ্ট। আর হারামে সন্তুষ্ট ব্যক্তি পাপের ভাগীদার হবে।

অন্যদিকে যে ব্যক্তি নিথভিক্ত করা, লখো, প্ররণ করা, জমা রাখা বা অনুরূপ কিছু করে থাকে সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে হারামে



লপিত। জাবরে রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদ দাতা, সুদ গ্রহীতা, সুদরে দুই সাক্ষী ও সুদরে লেখককে অভিশাপ দিয়ে বলছেন: এরা সবাই সমান। [ফাতাওয়া ইসলামিয়া (২/৪০১)]

আপনার দায়িত্ব হচ্ছে হারাম ডিপার্টমেন্টগুলোতে যারা কাজ করে তাদের বরাদ্দে প্রতিবাদ করা এবং তাদেরকে এই সমস্ত কাজ ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ দেওয়া। আপনার জন্য সম্ভব হলে আপনার উচিত হচ্ছে ক্রতদেরকে উপদেষ্টা প্রদান করা এবং তাদের ক্রীত পণ্যে থাকা দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেওয়া।

অন্য কোনো কাজ না থাকার দাবি সঠিক নয়। এটি শয়তানরে ওয়াসওয়াসা। আল্লাহ তাআলা বলছেন: “যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য বরে হওয়ার পথ করে দেন। আর তার জন্য এমন জায়গা থেকে জীবিকার ব্যবস্থা করেন যা সে ধারণাও করে না।” কোনো বৈধ কাজের সংখ্যা অনেক। আপনার দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর উপর নির্ভর করা, তার উপর ভরসা করা এবং হারাম পরিত্যাগ করা।

আর সন্তানরা ক্షুধায় মারা যাবে এমন ধারণার ব্যাপারে আমরা আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই: তারা ক্షুধায় মারা যাক (যদি তারা মারা যাবে বলে ধরে নেই) এটা ভালো; নাকি তাদের জন্য আপনি জাহান্নামে ঢুকবেন এটা ভালো?

আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদের রযিকিরে দায়িত্ব নিয়েছেন, যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “আর আসমানেরে রয়েছে তোমাদের জীবিকা এবং তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত সবকিছু।” তিনি আরো বলছেন: “অভাবের ভয়ে তোমরা সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমিই তাদের রুজরি ব্যবস্থা করি; এবং তোমাদেরও। তাদেরকে হত্যা করা নিশ্চয়ই একটি বড় পাপ।” আল্লাহ তাআলা প্রতিযেকটি মানুষের রযিকি লিখে রেখেছেন, সে তার মায়ের পটে থেকে বরে হওয়ার আগাই।

সুতরাং আরশের মালকিরে কাছ থেকে অল্প পাবেন এমন আশঙ্কা করবেন না। বরং আপনার যে আত্মা আপনাকে খারাপ কাজের আদেশে দিয়ে সে আত্মার ব্যাপারে শঙ্কতি হোন। এটি আপনাকে ফতিনা ও পাপাচারের দিকে নিয়ে যাবে। স্মরণ করুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: “হারাম দ্বারা সৃষ্টি ও পরপুষ্ট গোশতের জন্য (জাহান্নামের) আগুনই যথেষ্ট।” [হাদীসটি তিরমিযী (৬১৪) বর্ণনা করেন এবং শাইখ আলবানী সহীহু তিরমিযীতে এটিকে হাসান বলে গণ্য করেন]

খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহিমাহুল্লাহুর জীবনী থেকে আপনার জন্য নমিনোক্ত ঘটনাবলি তুলে ধরছি:

উমর ইবনে আব্দুল আযীযের কাছে মুসলিমদের বায়তুল মালের আপলে আসলো। তার এক ছোট ছেলে একটা আপলে হাতে নলি। উমর বল প্রয়োগ করে তার কাছ থেকে সেটিকে ডেকে নলিনে। ছেলেটো কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে গলে। মা বাজারে গিয়ে তার জন্য আপলে কনি আনল। উমর ফরিয়ে এসে ঘরে ঢুকে আপলেরে ঘ্রাণ পয়ে বলল: ‘ফাতমো, তুমি কি বায়তুল মাল থেকে কিছু নিয়েছে?’ সে বলল: ‘না।’ তার স্ত্রী তাকে জানাল যে সে নিজস্ব অর্থ দিয়ে সন্তানের জন্য আপলে কনিছে।

উমর বলল: ‘আল্লাহর কসম! আমি তার হাত থেকে যখন কড়ে নিয়েছি, তখন যেনে নিজের অন্তর থেকে ছনিয়ে নিয়েছি। কনিতু

আমি মুসলমিদদেরে বায়তুল মাল থেকে একটি আপলে সরিয়ে আল্লাহর কাছে নজিকে লাঞ্ছিত করতে চাইনি।’[ইবনে জাওয়ারী
‘মানাকবি উমর ইবনে আব্দলি আযীয’ (পৃ. ১৯০)]

আরকেদনি এশার নামাযের পরে উমর ইবনে আব্দলি আযীয তার ময়েদের ঘরে ঢুকলেন। তার উপস্থিতি টের পেয়ে তারা মুখে
হাত দিয়ে দূরে সরে গলে। তিনি তাদের প্রতিপালনের দায়িত্বে থাকা মহলিকে বললেন: ‘তাদের কী হয়েছে?’ সে বলল: ‘তাদের
কাছে রাত্রে খাওয়ার মতো কিছু ছিল না; শুধু ডাল ও পয়োজ ছিল। আপনি তাদের মুখ থেকে এই খাবারের দুর্গন্ধ পান এটা
তারা চাইছিল না।’ উমর এ কথা শুনে কঁদে ময়েদেরকে বললেন: ‘হে আমার ময়েরো, তোমরা বাহারি খাবার খাবে, আর
তোমাদের বাবাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে; এতে তোমাদের কী লাভ হবে?’ তার কথা শুনে ময়েরো উঁচু আওয়াজে
কাঁদল।[ড. ব্রুনুর রচি ‘উমর ইবনে আব্দলি আযীয’ (পৃ. ১৪২)]

উমর ইবনে আব্দলি আযীযের মৃত্যুর সময় এ মর্মে তাকে তরিস্কার করা হচ্ছিল যে, তিনি সন্তানদেরকে দরদির যাচ্ছেন।
তখন তিনি সন্তানদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা ছিল দশজনের বেশি। তাদের দিকে তাকিয়ে তার চোখেরে পানি গড়িয়ে পড়ল।
তারপর বললেন: ‘হে আমার ছেলেরো, তোমাদের বাবার সামনে দুটি সুযোগ ছিল: হয় তোমরা ধনী হবে, আর তোমাদের বাবা
জাহান্নামে ঢুকবে। নতুবা তোমরা দরদির হবে, আর তোমাদের বাবা জান্নাতে ঢুকবে। তোমরা ধনী হবে এবং তোমাদের বাবা
জাহান্নামে ঢুকবে এর চেয়ে তোমরা দরদির হবে এবং তোমাদের বাবা জান্নাতে ঢুকবে এটা আমার কাছে বেশি পছন্দনীয় ছিল।
তোমরা উঠে যাও। আল্লাহ তোমাদেরকে রক্ষা করুন।’

আল্লাহই তৌফিকদাতা।